মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ

মিয়ানমারের সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসতে যাচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। আজ মঙ্গলবারই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

পাহাড়ি দেশটিতে সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনাকে গণতন্ত্রের ওপর ‘ভীষণ আঘাত’ বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

জাতিসংঘে ব্রিটেনের দূত বারবারা উডওয়ার্ড সাফ জানিয়েছেন, গত নভেম্বর মাসে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলকে বৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে। নেত্রী সু চি’র দ্রুত মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে লন্ডন।

জাতিসংঘের প্রতিনিধি স্টেফানি দুজারিক জানিয়েছেন, ফোন ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদাওয়ে থাকা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এই অভ্যুত্থানের ফলে রাখাইন প্রদেশে থাকা রোহিঙ্গাদের জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

উল্লেখ্য, সোমবার মিয়ানমারের শাসকদল ‘ন্যাশনাল লিগ অব ডেমোক্র্যাটিক পার্ট (এনএলডি)-এর মুখপাত্র মায়ও নায়ান্ট জানান, আচমকা কাউন্সিলর সু চি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট ও অন্য নেতাদের আটক করে সেনাবাহিনী।

প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে বিরোধীদের পরাজিত করে ক্ষমতায় ফেরে আং সান সু চি’র দল এনএলডি। মিয়ানমার সংসদের নিন্মকক্ষের ৪২৫টি আসনের মধ্যে ৩৪৬টিতে জয়ী হয় তারা। কিন্তু, রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে বিগত দিনে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সু চি সরকারের। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও করেছে জান্তা (বার্মিজ সেনাবাহিনী)।

বলে রাখা ভাল, ২০০৮ সালে সামরিক নজরদারিতে যে সংবিধান তৈরি হয়েছে, সেখানে পার্লামেন্টে কোনও বড় আইন রুখে দেওয়ার মতো আসন

সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোও সেনাবাহিনীর হাত রয়েছে। ফলে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর পর দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা হয়নি। এরমধ্যে আবারও সামরিক শাসনের কবলে পড়ল মিয়ানমার। সূত্র: ডয়েচে ভেলে, হিন্দুস্তান টাইমস, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রে

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম বকুলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেনেসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাড়কাঁপানো এ শীতে কম্বল হাতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কম্বল পাওয়া প্রান্তিক মানুষরা। সেই সঙ্গে কম্বল পাওয়া দরিদ্র মানুষরা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বামন্দী ইউনিয়নে জিয়ার গণসংযোগ

আসন্ন ৪ নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওয়ার্ড ভিত্তিক গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন জিয়ারুল হক জিয়া। প্রতিদিনই কোন না কোন ওয়ার্ডের স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে করছেন মতবিনিময় করছেন।

জিয়ার পদচারণায় নির্বাচনী মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। সাড়া পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। জিয়াকে নিয়ে ভাবছে সব শ্রেণীর মানুষ।

গতকালও বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে গণসংযোগ করে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন তিনি।

দর্শনায় ফসলের জমি ও বনজ সম্পদ নষ্ট না করে একটি সৃজনশীল মিটার স্কেল স্থাপনের দাবী কৃষকদের

ফসলের জমিতে মিটার স্কেল স্থাপন হচ্ছে। ফলে প্রায় ১০ একর ফসলের জমি ও প্রায় দেড় বিঘা জমির বনজ সম্পদ হারিয়ে যাবে। জমির মালিকদের দাবী শুধুমাত্র মিটার স্কেলের জন্য এত জমির ফসল ও বনজ সম্পদ নষ্ট করার প্রয়োজন আছে কি-না তা একবার ভেবে দেখা দরকার কর্তৃপক্ষের।

এছাড়া যে সকল মিটার স্কেল দেশে রয়েছে তার কার্যকারীতা কতটুকু আছে তা দেখার প্রয়োজন। এছাড়া দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন বিশাল এলাকা জুড়ে মিটার স্কেল স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য সার্ভে হয়েছে। গতকাল সোমবার বনজ সমম্পদ কর্মকর্তা কি পরিমাণ বনজ সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এবং মূল্য নিধারণের জরিপ করেছে।

এদিকে জমির ঠিক মূল্য পাওয়া নিয়ে কৃষকদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাপ-দাদার জমি হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন বেশ কয়েক জন কৃষক। যে মাটির গন্ধ নিয়ে তাদের দিন কেটে যেত, সেই মাটিকে হারিয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে কৃষকরা।

সরকারের প্রতি কৃষকদের দাবী দর্শনা রেলগেট থেকে তালবাগান পর্যন্ত এত ফসলের জমি ক্ষতিগ্রস্থ না করে সড়কের দু-পাশের পড়ে থাকা জমিতে মিটার স্কেল করে ফসলি জমি রক্ষা করা যায় কিনা ভেবে দেখা। কারণ

দেশের বিভিন্ন স্থানে মিটার স্কেলগুলো সত্যিকারের কার্যকারিতা আছে কি-না দেখা প্রয়োজন।

ঢাকা যাওয়া আসার পথে যুমুনা সেতুর পারাপারে ওভার লোডিং যানবহন গুলো লক্ষ্য করলে দেখবেন। সেতু পারাপারের আগে ওভার লোড কমিয়ে অন্য একটি মিনি ট্রাকে বহন করে সেতু পার হয়ে আবার পূর্বের ন্যয় ওভার লোডিং করে কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলাচল করছে বলে একজন ট্রাক ড্রাইভার এ প্রতিনিধিকে জানালেন।

এছাড়া মিটার স্কেলে ওজন করার সময় লোড কমিয়ে স্লিপ নিয়ে পুনরায় লোডিং করে দিব্বি চলাচল করছে। দর্শনা পৌর এলাকার সড়ক পথগুলো বিভিন্ন স্থানে দেবে গেছে। এছাড়া কোথাও কোথাও পিচ উঠে সড়ক পথ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে মিটার স্কেল স্থাপন করে ফসলের জমি নষ্ট না করে যে সকল মিটার স্কেল দেশে রয়েছে তার কার্যকারিতা রক্ষা করার দাবী করেছে এলাকাবাসী।

.

এছাড়া দর্শনা রেলগেট থেকে দর্শনা তাল বাগান পর্যন্ত সড়কের পাশে বিশাল গর্ত বা হন্দর পড়ে আছে, সেখানে ফসলেন জমি বা বনজ সম্পদ নষ্ট না করে একটি সৃজনশীল মিটার স্কেল স্থাপন করা যায় কি-না কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে এলাকার কৃষকরা দাবী করেছেন।

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রকে বলাৎকার, থানায় মামলা

আলমডাঙ্গার হারদি কৃষি ক্লাবপাড়ায় ১ম শ্রেণীর শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে হারদি কানাপুকুরিয়া মাঠের মধ্যে এ বলাৎকারের ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রের চাচা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কৃষি ক্লাব পাড়ার আহার আলির ছেলে ইমন (৬) হারদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। সে গতকাল দুপুর ১২ টার দিকে বাড়ির পাশে খেলা করছিলো।

এ সময় হারদি কৃষি ক্লাবপাড়ার গুলিম হোসেনের ছেলে আরিফুল হক স্কুল ছাত্রকে মিষ্টি খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কানাপুকুরিয়া মাঠের দিকে নিয়ে যায়। সুযোগ বুঝে স্কুল ছাত্রকে মানিকের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে জোরপূর্বক বলাৎকার করে।

স্কুল ছাত্র বলাৎকারের শিকার হয়ে রক্তাক্ত জখম হলে তাকে মাঠের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায় আরিফুল। স্কুল ছাত্র কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরে বলাৎকারের বিষয়টি পরিবারের নিকট জানায়।

পরে ইমনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এ ঘটনায় স্কুল ছাত্রের চাচা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করে।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ ইটভাটায় কাঠ পোড়াতে ভ্রাম্যমাণ স’মিল

কুষ্টিয়া জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়েই চলছে ১৩২টি ইটভাটা। এ সব ভাটায় ইট প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলি জমি। আর ইট পোড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে জ্বালানি কাঠ। ভাটার সত্ত্বাধিকারীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বসিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ স’ মিল। সেখানে বড় বড় গাছের গুড়ি চিরে ফেলা হচ্ছে ভাটায়। সদর উপজেলার বেশ কটি ইটভাটা ঘুরে এই দৃশ্য দেখা গেছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ইট পোড়াতে কোনো জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাবে না। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপন করার কথা থাকলেও সনাতন পদ্ধতিতেই এখনো ইট প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রায় আট কিলোমিটারের মধ্যে তালবাড়িয়া এলাকায় খয়বার প্রামাণিকের মালিকানাধীন কেবিপি ইটভাটা, সাব্বির রানার মালিকানাধীন আরপিকে, বারখাদায় আলাল উদ্দিনের মালিকানাধীন এনবিসি এবং এসএসবি ইটভাটায় স’মিল বসানো হয়েছে।

সদর উপজেলার জুগিয়া, বারখাদা উত্তরপাড়া ও চারুলিয়া এলাকায় জেগে ওঠা গড়াই নদীর চর দখল করে বিস্তৃত করা হয়েছে ইটভাটাগুলো। সূত্র জানিয়েছে, এসব খাস জমির সরকারি হিসাব না থাকায় উচ্ছেদে কার্যকরে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ভাটাগুলোতে সাংবাদিক প্রবেশে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ক্রেতা পরিচয়ে কেবিপি ইটভাটা ঘুরে দেখা গেছে, ইট পোড়াতে বড় বড় গাছের গুড়ি জড়ো করা হয়েছে। ভাটায় কর্মরত এক শ্রমিক বলেন, প্রতি চার লাখ ইট প্রস্তুত করতে ২০ থেকে ২২ দিন সময় লাগে। এতে প্রায় ৩৫ হাজার মণ কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আগে দূর থেকে কাঠ চিরে আনা হতো। এতে সময় এবং অর্থ বেশি ব্যয় হতো। যে কারণে ভাটার মালিক নিজেই এক করাত বিশিষ্ট স’মিল স্থাপন করেছেন।

এ বিষয়ে ভাটার মালিক খয়বার প্রামাণিক বলেন, তার ভাটার সব কাগজপত্র ঠিক নেই। তবে সবাই যেভাবে চলছেন, তিনিও সেভাবেই চলছেন। তিনি আরও বলেন, এই এলাকাতে এক সারিতে ১০টি ভাটা রয়েছে। সবগুলোতে কাঠ পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করা হয়।

আরপিকে ভাটার সত্ত্বাধিকারী সাব্বির রানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

গত ৬ জানুয়ারি ভ্রাম্যমাণ আদালত এসএসবি এবং কেএবি ভাটার চিমনি ভেঙে দিয়ে যায়। সেগুলো মেরামত করে আবারও ইট পোড়ানো হচ্ছে।

কেএবি ইটভাটার মালিক আশরাফ বলেন, ‘ইট প্রস্তুত করতে আগাম কিছু খরচ হয়। সেই টাকা জোগাড় করতে হয়। কারণ ইট বিক্রির পরে লাভের টাকা হাতে আসে। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ভাটায় প্রায় দুই কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখন ইট পোড়াতে না পারলে জেল খাটতে হবে।’

বারখাদা উত্তরপাড়ায় দুটি ভাটার মালিক আলাল উদ্দিন। দলীয় কোনো পদে না থাকলেও তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগ নেতা পরিচয় দেন। এলাকায় তার প্রভাবও রয়েছে। প্রায় একশ বিঘা আবাদি জমি দখল করে তিনি গড়ে তুলেছেন এনবিসি এবং এএসএসবি ভাটা। সেখানেও বসানো হয়েছে স’মিল।

আলাল উদ্দিনের ছেলে সিহাব উদ্দিন বলেন, কিছু কিছু সময় তারা কাঠ ব্যবহার করেন। ভাটার কাগজপত্র আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘একটির সব কাগজপত্রই ঠিক আছে। অন্যটির বৈধ কাগজ নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’

জুগিয়া থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর পর্যন্ত এক সারিতে রয়েছে অন্তত ১০টি ইটভাটা। এর মধ্যে এমইবি নামে একটি ইটভাটার মালিক কুষ্টিয়া পৌরসভার কমিশনার মহিদুল ইসলাম। পাশেই এমএসকে ইটভাটার মালিক তার ভাই মাহাবুবুল ইসলাম।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কানা বিল মোড় থেকে জুগিয়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশার জন্য এই দুটি ইটভাটা দায়ী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তিনি মনোনীত কোনো বন কর্মকর্তা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগী কার্যালয় বা জেলা কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তাসহ আহ্বায়ক কমিটি অনুসন্ধান করা এবং আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর ডা. এসএম মুসতানজিদ বলেন, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও বাস্তবায়ন নেই। যে কারণে অবৈধ ইটভাটা বন্ধ হচ্ছে না।

তবে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, ‘আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে না এ কথা ঠিক না। গত একমাসে এ ধরণের ২৭টি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইন অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান বলেন, ‘অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সব ভাটায় অভিযান চলবে।’

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস দ্বিমত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পরিবেশ অধিদপ্তরের ইটভাটার ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের মতামত গ্রহণের বিধান থাকলেও প্রায় কখনই তা নেওয়া হয় না।’

পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, কুষ্টিয়া জেলায় ১৪৯টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩২টির বৈধতা নেই।

উল্টো রথ গত শনিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি ঘোষণা দিয়েছে, ইটভাটা প্রশাসনের অভিযান বন্ধ করা না হলে আগামী ৯

ফেব্রুয়ারি থেকে খুলনা বিভাগে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইট বিক্রি ও সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

অভিযান বন্ধের দাবিতে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করবে সংগঠনটি।

সভায় তারা অভিযোগ করেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানের কারণে ইট উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লিখিত বক্তব্য পড়ে সমিতির সভাপতি এবং ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মিঠু বলেন, ‘নানা অজুহাতে ইটভাটা ভেঙে দেওয়া হলে করোনাকালে কোটি কোটি শ্রমিকের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। ইটভাটাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাহত হবে।’

সভায় আক্তারুজ্জামান মিঠু সভাপতিত্ব করেন। এ সময় খুলনা বিভাগের প্রায় ৭০ জন ‘অবৈধ’ ভাটা মালিক উপস্থিত ছিলেন। তারা অভিযোগ করেন, ২০১৩ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত আইনের ৮(ঙ) ধারা পরিবর্তন করায় আইনী জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে তারা নিবন্ধন করতে পারেননি।

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের আয়োজনে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের এম এ রাজ্জাক মিলনায়তনে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন।

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি গাজী মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লুৎফুন নাহার, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সহ-সভাপতি লুৎফুর রহমান কুমার, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নুরুন্নবী বাবু, দৈনিক সমকাল কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, প্রথম আলোর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তৌহীদি হাসানসহ প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে তিন শতাধিক শীতার্তের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

পরকীয়ায় ঘর ভাঙ্গছে এক সন্তানের জননীর, দায়িত্ব নিতে নারাজ ইমরান

ঝিনাইদহের লম্পট ইমরান বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পরকীয়ায় আবদ্ধ করে এক নারীকে। দুজনের মাঝে দীর্ঘদিন চলে আসছে এই সম্পর্ক। ইতোমধ্যে এক সন্তানের জননী হয়ে গেছে ঐ রমনী।

ঘটনাটি জানাজানি হলে ঐ মহিলার ঘর থেকে এলাকাবাসী দুজনকে আটকে রেখে পুলিশে দিলেও অজানা কারণে ছেলে পক্ষের তদবিরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রাধানগর গ্রামে।

এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রায়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মৃত আলম মন্ডলের ছেলে ইমরান (২৮) নামের এক যুবক পাশাপাশি গ্রামের ঝিনাইদহ সদরের রাধানগর গ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারের মর্জেম মন্ডলের মেয়ে আনজিরার (২২) সাথে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে তোলে।

আনজিরার ঘরে এখন ৪ মাসের একটি পূত্র সন্তান রয়েছে, তার পরেও ঐ লম্পট ইমরান আনজিরার পিছু ছাড়েনি।

অবশেষে গত ২৮ জানুয়ারী ইমরান আনজিরার ঘরে এলে এলাকার লোকজন টের পেয়ে দুজনকে ধরে মারধর করে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। পরে স্থানীয় মাতবরদের সমঝোতায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এব্যাপারে ভুক্তভোগি আনজিরা বলেন, আমাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘদিন শারীরিক সম্পর্ক করেছে। আমার স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে আসছে কিন্ত এখন ইমরান আর আমাকে বিয়ে করতে চায় না। আমার স্বামীও সন্তানের পরিচয় দিতে চাচ্ছে না। আমি একজন অসহায় নারী হিসেবে এই প্রতারক ইমরানের ঠিক বিচার চাই।

ডাকবাংলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিল্লাল হোসেন বলেন, আমরা তাদের চালান দিয়ে ছিলাম পরে কিভাবে জামিন নিয়েছে জানি না।

ঝিনাইদহে ২ দিন ব্যাপী কারাতে প্রশিক্ষণ শুরু

ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ২ দিন ব্যাপী কারাতে প্রশিক্ষণ। সোমবার সকালে সোতোকান কারাতে দো নামের একটি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে শহরের পৌরসভা চত্বরের টেনিস গ্রাউন্ডে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা ক্রীড়া অফিসার মাহবুবুর রহমান।

এসময় স্কুলটির পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

২ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৯ জন শিক্ষার্থীকে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শেখাবেন জাতীয় কারাতে প্রশিক্ষক জসিম উদ্দিন, জাতীয় কারাতে রেফারি মতিউর রহমানসহ স্থানীয় প্রশিক্ষকবৃন্দ।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের রক্ষার পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে বলে আশা আয়োজকরদের।

ঝিনাইদহে যবুলীগ নেতা হত্যা মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান কারাগারে

ঝিনাইদহে যবুলীগ নেতা হত্যা মামলার অন্যতম আসামী গান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন মালিথাকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। গত রবিবার ৩১ জানুয়ারী ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ (অতিরিক্ত-১) আদালতে নাসির মালিথা আত্মসমার্পন করে জামিন চাইলে বিচারক না মুঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নিদের্শ দেন।

আদালতের হিসাবে এ মামলায় ৯ বছর পলাতক থেকেও ৫ বছর ইউপি চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আসছে বলে জানা যায়। এমনকি আদালতের ওয়ারেন্ট তিনি কৌশলে গোপন করেন। সম্প্রতি ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তিনি গা ঢাকা দেন।

সংশ্লিষ্ট সুত্র জানায়, ২০১০ সালে ৭ জুলাই ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কাশিমনগর ব্রিজের ওপর বোমা হামলায় আহত হয়েছিলেন গান্নার তৎকালীন ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন মন্ডল শান্তি। এর তিন দিন পর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। শান্তির শ্বশুর সিরাজুল ইসলাম মালিথা বাদি হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামী করে হত্যা ও বিস্ফোরক ধারায় পৃথক দু’টি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ওই মামলায় ৮ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেন।

এর মধ্যে ৪ জন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়। তাতে চেয়ারম্যান নাসির মালিতাকে হুকুম ও অর্থদাতা হিসাবে জবানবন্দি দেয় গ্রেফতারকৃত আসামিরা। জবানবন্দি দেওয়া দুই আসামি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে ও সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং একজন পলাতক রয়েছেন। ২০১১ সালের ২৪ অক্টোবর পুলিশ আদালতে চার্জশীট জমা দেয়।

চার্জশীট অনুযায়ী নাসির উদ্দিন মালিথাকে হত্যা মামলায় ৯ নং আসামি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।